সংবাদ

তারিখ ... 9 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১

মাদ্রাসার নামে কান্তজিউ মন্দিরের জায়গা দখল– এখনই উদ্ধার করতে হবে

দিনাজপুরের কান্তজিউ মন্দিরের জায়গা দখল করে কথিত একটি মাদ্রাসার ঘর তুলে সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে। সাইনবোর্ডে লেখা হয়েছে 'শান্তিবাগ আল হেরা নূরানী তা'আলীমুল কুরআন মাদ্রাসা'। সহযোগী একটি দৈনিকের প্রতিবেদনে এ ঘটনার সঙ্গে এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি ও পুলিশ প্রশাসনের লোকজনও জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘর তোলার কয়েকদিন আগে কথিত ওই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কয়েকবার মাপজোক করে যায়। বিষয়টি টের পেয়ে মন্দির সংশ্লিষ্টরা ১৭ জানুয়ারি বীরগঞ্জ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেন। তারপরও সেখানে ঘর তোলা হয়েছে। মন্দির সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, পুলিশের সহযোগিতায় এলাকার প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তি মন্দিরের জায়গায় মাদ্রাসা নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী শিক্ষা প্রচারের নামে কথিত একটি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ মন্দিরের সামনের মাঠে ৩৩ শতক জায়গা দখল করে মাদ্রাসার সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে। আর পুলিশ প্রশাসনের সদস্যরা তাদের এ অপকর্মে সহায়তা করেছে। অভিযোগ আছে, পুলিশ বাহিনী উপস্থিত থেকে মন্দিরের জায়গায় মাদ্রাসার ঘর তৈরি করিয়ে দিয়েছে।

আমরা এর আগেও দেশের অনেক পুরনো মন্দিরের জায়গা দখল করার ঘটনা বহুবার দেখেছি। বিভিন্ন ব্যক্তি প্রশাসনের সহায়তায় বিভিন্ন কায়দায় দেবোত্তর সম্পত্তিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামে লিখে নেয়। আর ক্ষমতাসীন দলের সহায়তায় তারা হিন্দুদের উচ্ছেদ করে। কিন্তু মন্দিরের মাঠটিতে মাদ্রাসা তৈরি করা হলে তা পূজা অর্চনায় ব্যাঘাত ঘটবে সন্দেহ নেই। মন্দিরের জায়গা দখল জায়েজ করার লক্ষ্যে কথিত ওই মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। তিনি বলেছেন, মাদ্রাসা নির্মাণে হিন্দুরা বাধা দিচ্ছে। আমরা মনে করি, প্রশাসনের উচিত এ কথিত মাদ্রাসাটি ওই স্থান থেকে সরিয়ে নেয়া। মাদ্রাসা তৈরির জন্য অন্য কোথাও জায়গা বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে।

কথিত ওই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে ওই জমি ক্রয় করেছে। অন্যদিকে তথাকথিত ওই বিক্রেতার দাবি হচ্ছে, তিনি প্রশাসন থেকে ওই জমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ ভূমি আইন অনুযায়ী মন্দিরের জমি দেবোত্তর সম্পত্তি। সে কারণে মন্দিরের জমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া যায় না। আবাদের জন্য সর্বোচ্চ এক বছরের ইজারা দেয়া যায়। বিক্রিও করা যায় না। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৭৫২ সালে দিনাজপুরের তৎকালীন জমিদার মনোরঞ্জন রামনাথ রায় বর্তমানে কাহারোল উপজেলার সুন্দরপুর ইউনিয়নের কান্তজির মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দির পরিচালনার জন্য তিনি দিনাজপুর সদর, বীরগঞ্জ, কাহারোলসহ বিভিন্ন এলাকার আরও ৩০ একর জমি দান করেন। আইন অনুযায়ী রাজ দেবোত্তর এস্টেট হিসেবে এ জমির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকারের। এস্টেটের ট্রাস্টি হিসেবে জেলা প্রশাসক ওই জমির রক্ষাকর্তা। এখন জেলা প্রশাসক যদি ওই জমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়ে থাকেন তবে তিনি আইন ভঙ্গ করেছেন। অসৎ উদ্দেশ্য থেকে মন্দিরের জায়গা ব্যক্তিবিশেষকে বেআইনিভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়েছেন তিনি। ওই তথাকথিত বিক্রেতা জমি বিক্রি করে থাকলে আরও বড় অপরাধ করেছেন। প্রথম অপরাধ জমি বেআইনিভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে, দ্বিতীয় অপরাধ বেআইনিভাবে নেয়া জমি আবার আইন ভঙ্গ করে বিক্রি করা। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষও দেবোত্তর সম্পত্তি কিনেছে বেআইনিভাবে। এখন জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব হচ্ছে এ জমি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের বেআইনি দখল থেকে উদ্ধার করে মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা। কারণ আইনত এ জমি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের। জেলা প্রশাসক বা তার অফিসের কারা কারা এ মন্দিরের জায়গা বেআইনিভাবে দখল করার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সেটা জানা না গেলেও নিশ্চিতভাবে বলা যায় জেলা প্রশাসনের দপ্তর, ভূমি অফিস এবং পুলিশ প্রশাসনের অনেকেই এর সঙ্গে যুক্ত। জেলা প্রশাসকের আরও একটি বড় দায়িত্ব হচ্ছে এদের চিহ্নিত করে এ ভূমিদস্যু ও তাকে সহায়তাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেয়া।

কান্তজিউ মন্দিরটি শুধু বাংলাদেশে নয়, এ উপমহাদেশের বিরল একটি ঐতিহ্যবাহী মন্দির। বাংলাদেশের সৌকর্যখচিত মন্দিরের অন্যতম একটি। এ মন্দিরের দেয়ালে নানা সৌকর্যে আঁকা রয়েছে মহাভারতের ও রামায়ণের ইতিহাস। এর সব প্রাচীরের গায়ে রয়েছে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দেবতার বন্দনা। এ মন্দিরটি ইউনিসেফ কর্তৃপক্ষ ঘোষিত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ। আর এর ঐতিহাসিক নিদর্শনের জন্য বাংলাদেশ হেরিটেজ সোসাইটি এটা সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিল। সন্দেহ নেই, মন্দিরের জায়গা দখল করে মাদ্রাসা বানানো হচ্ছে পুরো সম্পদটি গ্রাস করার প্রথম পদক্ষেপ।

মাদ্রাসা বানিয়ে দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করার হীন প্রয়াস এ দেশে নতুন নয়। মৌলবাদী চক্র প্রায়ই এ ধরনের অপকর্ম করে থাকে। এবার তারা হাত বাড়িয়েছে বাংলাদেশের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদের দিকে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি প্রধান মন্দিরের দিকে। এখনই এ দস্যুতা রুখা না গেলে একদিন বাংলাদেশের এ সম্পদটি দস্যুদের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের কাছে দাবি করছি– কান্তজিউ মন্দিরের মাঠ থেকে মাদ্রাসা অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার এবং যারা এ ভূমিদস্যুতার সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।